কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন

আহসান কবির

আব্দুল্লাহ আল নোমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী।

একবার পচা গম আমদানি নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ আল নোমান

অনেকেই ভেবেছিলেন এরপর থেকে তিনি আর কোনো ধরনের পচা কাজে যাবেন না। কারণ পচা শামুকে নাকি পা কাটে!

জামায়াতে ইসলামী সম্ভবত পচা শামুক নয়! পচা শামুক হলে রাস্তায় শুয়ে থাকা শত শত সমর্থককে ডিঙিয়ে তিনি জামায়াতের সম্মেলনে যেতে পারতেন না।

তিনি কেন গিয়েছিলেন সেখানে?

কল্পনা করা যাক-

এক. তারেক রহমান বিএনিপতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করার পর তাকে দলের এক নম্বর যুগ্ম সচিব বানানো হয়।

আর দীর্ঘদিন ধরে দলের এক নম্বর যুগ্ম সচিব হয়ে থাকা আব্দুল্লাহ আল নোমান সে দিন থেকে হয়ে গেলেন দুই নম্বর। (প্রিয় পাঠক, পচা গম কিংবা অন্য কোনো কারণে তাকে দুই নম্বর বলা হচ্ছে না। তিনি এখন বিএনিপর দুই নম্বর যুগ্ম সচিব)

একজন বুদ্ধিমান মানুষ যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি কয়েকটা অপশন খোলা রাখেন। একটা বন্ধ হলে অন্য অপশন ধরে এগুনো যাবে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান প্রথমে হয়তো জামায়াতের সম্মেলনে যেতে চাননি, পরে গিয়েছিলেন। সম্ভবত এটা ছিল তার 'দুই নম্বর অপশন'।

দুই. রাজনীতি, যুদ্ধ আর প্রেমে শেষ কথা বলে কিছু নেই। চট্টগ্রামের রাজনীতিতে মীর নাছির সাহেব অনেক আগেই 'গ্রাউন্ডেড' হয়েছেন। মন্ত্রিত্ব নেই, রাজনৈতিক পদবিও নেই। তবে চট্টগ্রামে মেয়র নির্বাচনের আগে ভদ্রলোক নাকি জামায়াতকে পুরোপুরি ম্যানেজ করে ফেলেছিলেন। অনেকেই বলাবলি করতো, নাছির সাহেব কোন দলের প্রার্থী? জামায়াতের, নাকি বিএনিপর? এমন খবর পত্রিকায়ও বেরিয়েছিল।

আল নোমান সাহেব চট্টগ্রামের রাজনীতিতে সম্ভবত আরো বেশি প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন। জামায়াতের হাতছানি বোধকরি তিনি এড়াতে পারেননি। এ ছাড়া নোমান সাহেবের পরিবারটাই যেন কেমন। তার এক ভাই জাতীয় পার্টি, এক ভাই জামায়াত আর তিনি নিজে বিএনপি। যে ভাই আওয়ামী লীগ করতেন (আব্দুল্লাহ আল হারুন) তিনি মারা গেছেন।

ভাই তো ভাইয়ের ডাকে যেতেই পারেন। নয় কী?

তিন. চট্টগ্রাম-৯ আসন থেকে নির্বাচিত এমপি আব্দুল্লাহ আল নোমান। এ কথা সত্যি যে, চট্টগ্রাম বিভাগে জামায়াতে ইসলামীর পুরো শক্তি এই ৯ নম্বর আসন থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোটের রাজনীতি সামনে রেখে নোমান সাহেব জামায়াতের সম্মেলনে গিয়েছিলেন

সাতকানিয়ায় বিএনপি বিরোধী দল

সাতকানিয়ায় বিএনপি মানে এখানে বিরোধী দল। জোট সরকারের ৪ বছর অতিবাহিত হলেও সাতকানিয়ায় জামায়াত-শিবির ক্যাডারদের নির্যাতনে একটি দিনও শান্তিতে থাকতে পারেনি। এখানকার জামায়াত সাংসদ শাহাজাহান চৌধুরী কখনোই চায় না সাতকানিয়ায় বিএনপি স্টাবলিস্ট হোক। আর জামায়াত এমপি শাহাজাহন চৌধুরী বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে বিতর্কিত। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী ও ক্যাডার লালন-পালনের অভিযোগ রয়েছে। এমপির আপন ভাগিনা মঞ্জু গত ২০০৩ সালে একে ৪৭সহ ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এছাড়াও শাহাজাহান চৌধুরীর বিরুদ্ধে জনপ্রিয় চেয়ারম্যান সাবেক শিবির ক্যাডার শাহাজাহান চৌধুরীর ডানহস্ত হিসেবে খ্যাত আহমদুল হক চৌধুরীকে র‍্যাবের যোগসাজশে বিএনপিতে যোগদানের ৫৬ দিনের মাথায় এবং জনপ্রিয় খাঘড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান সাবেক জামায়াত নেতা ইঞ্জিনিয়ার আমিন বিএনপিতে যোগদান করায় হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও বিএনপির আরো অনেক নেতা-কর্মী জামায়াত-শিবির ক্যাডারের হাতে আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। নির্যাতনের শিকার হয়েছে এখানকার বিএনপির অগণিত নেতা-কর্মী।

আর এসব অভিযোগ করেছিলেন খোদ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের কাছে পটিয়ায় অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলনে। সাতকানিয়া তৃণমূল বিএনপির নেতারা তারেক রহমানের উদ্দেশে এও বলেছিলেন, হয় সাতকানিয়ার বিএনপিকে বিলুপ্ত করুন, না হয় জামায়াতের নির্যাতনের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। স্থানীয় জামায়াত এমপি শাহাজাহান চৌধুরীর বিতর্কিত ভূমিকার কারণে জনপ্রিয়তা বর্তমানে শূন্যের কোঠায়।

শত শত নেতা-কর্মীর বাঁধা উপেক্ষা করে জামায়াতের সমাবেশে কেন যোগ দিলেন এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী নোমান বলেন, সাতকানিয়ার জামায়াতের জনসভাকে আমি এত বড় বিষয় মনে করিনি। আমি গেলেও কি হবে আর না গেলেও কি হবে। স্থানীয় বিএনপি-জামায়াতের সমস্যাটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমি জনসভায় তার সমাধান করার জন্য স্থানীয় সাংসদকে বলেছি। মন্ত্রী নোমান সাহেব সাতকানিয়ায় জামায়াতের জনসভায় যোগ দিলেন কিন্তু আপনি যাননি কেন– এ প্রশ্নের জবাবে পটিয়ার সাংসদ গাজী শাহজাহান জুয়েল বলেন, নোমান ভাইয়ের জামায়াতের একক জনসভায় যাওয়া ঠিক হয়নি। কারণ সাতকানিয়ায় জামায়াতের হাতে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বেশি নির্যাতিত। তাছাড়া তারা বিক্ষোভ প্রদর্শনও করেছে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি আহামদ খলিল খান বলেন, 'বোয়ালখালীতে আসার প্রোগ্রাম ছিল। জনসভায় যাওয়া না যাওয়া কোনো বিষয় নয়। তবে সাতকানিয়ার সাংসদ শাহাজাহান চৌধুরী বিতর্কিত মানুষ। সে আমাদের বিএনপির নেতাদের হত্যা করেছে।

এ কে আজাদ চট্টগ্রাম থেকে

সাতকানিয়া। সাতকানিয়া অনেকটা 'লাকি সেভেন'। সাতকানিয়ায় জামায়াত যদি পরাজিত হয়, তাহলে সারা বাংলাদেশে জামায়াতের ভরাডুবি হয়।

কয়েক দিন আগে এলাকায় চেয়ারম্যান নির্বাচনে জামায়াতের ভরাডুবি হয়েছে। এর আগে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে মেয়র নির্বাচনে জামায়াতের ঘাড়ে উঠে মীর নাছির সাহেব বুঝেছিলেন কীভাবে গ্রাউন্ডেড হতে হয়। প্রপাত ধরণীতল হয়ে তিনি এখন কেমন যেন হয়ে গেছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি পুরনো সেই আইন ব্যবসায় ফিরে যাবেন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান অবশ্য এখনো জামায়াতের ঘাড়েই আছেন। গ্রাউন্ডেড হবেন কি না সময়-ই বলে দেবে।

এবার জামায়াতের প্রসঙ্গে আসা যাক। এ দেশে জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে যতো লেখা হয়েছে, অন্য কোনো দল নিয়ে তা হয়নি। ব্রিটিশ আমলে এরা ব্রিটিশের তাঁবেদার ছিল। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানের। স্বাধীনতার পর নিষিদ্ধ এই দলটি '৭৫-এর পর ভর করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ওপর। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জামায়াত একটি ইটও ছোঁড়েনি। সেই আন্দোলনে জামায়াতের একজন কর্মীও নিহত হয়নি। '৯১ সালে এরা বিএনপিকে সমর্থন দেয়। '৯৪-সালের পর

সাতকানিয়ায় জামায়াতের জনসভায় যাওয়ার পথে আব্দুল্লাহ আল নোমানকে বিএনপি নেতাকর্মীরা *iv¯\q* শুয়ে এভাবে বাধা দেয়

থেকে '৯৮ পর্যন্ত এদের সখ্য ছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে। এখন জামায়াতে ইসলামী চারদলীয় জোটের 'দুই নম্বর' প্রধান শরিক। এদের মেরুদন্ড কখনো ছিল না। পরগাছা হয়ে সব সময় বেঁচে ছিল এরা। ডায়নোসররা ধ্বংস হয়ে যায়, তেলাপোকারা টিকে থাকে।

এই পরগাছা, তেলাপোকাদের সাহায্য নিতে শত শত বিএনপি কর্মীর শরীর ডিঙিয়ে আব্দুল্লাহ আল নোমান গিয়েছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে যোগ দিতে। মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল অলি আহমদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে সেন্টিমেন্ট আছে, সেটা যে সবার থাকবে এমন কোনো কথা নেই। একবার রাজাকার যে চিরকাল রাজাকার, কিন্তু এককালের মুক্তিযোদ্ধা যে সব সময়ের মুক্তিযোদ্ধা নয়, আব্দুল্লাহ আল নোমান সাহেব সেটাই প্রমাণ করলেন।

ভোটের রাজনীতিতে নেমে হাঁটুন তিনি শত শত বিএনপি কর্মীর শরীর ডিঙিয়ে। একদিন জামায়াতে ইসলামী নামের পচা শামুকে যদি তার পা কাটে, তাহলে সেই রক্তপাত বন্ধ করতে তিনি কার কাছে ফিরে আসবেন?

তার পায়ের নিচে তখন নিশ্চয় থাকবে না আর কোনো প্রতিবাদমুখর কিংবা বেদনাতুর বিএনপি কর্মীর শরীর। কে তাকে তুলে এনে নিয়ে যাবে হাসপাতালে? আমরা জানি না। শুধু জানি, '৭১-এর চেতনায় উদ্বুদ্ধ, দেশের সার্বিক মঙ্গল কামনায় নিবেদিত একদল বিএনপি কর্মী শুয়ে আছে রাস্তায়। তাদের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আব্দুল্লাহ আল নোমান। কর্মীরা কাঁদছে!

কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন?